যায়যায়দিন

তারিখ JUL. 1 2 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

# অনুমোদন ছাড়া পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ নিষিদ্ধ

মুহাম্মদ যাকারিয়া

পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ, নতুন পদ সৃষ্টি ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিষিদ্ধ করেছে সরকার। বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এর ফলে আর্থিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ আসছে এবং ভিসিদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছড়াচ্ছে। এ কারণেই জারি হয়েছে এ বিধিনিষেধ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

জুনের শেষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) মোশারেফ হোসেন ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত এক সার্কুলারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। তবে সরকারের শেষ সময়ে এ উদ্যোগে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে সরকার সমর্থক সুবিধাভোগীদের মধ্যে। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে সরকার এমন বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে কি না, বিতর্ক চলছে তা নিয়েও।

তবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম আসাদুজ্জামান যায়যায়দিনকে বলেন, বিশেষ প্রয়োজন মনে করায় সরকার এ সার্কুলার জারি করেছে। সাময়িককালের জন্য অ্যাডহক নিয়োগ বন্ধ করা যায়। এছাড়া সার্কুলারে ইউনিভার্সিটিগুলোকে নিয়মের মধ্যেও থাকতে বলা হয়েছে। রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর আলতাফ হোসেনের মতে, সরকার যেহেতু অর্থ দেয়, তাই আর্থিক শৃঙ্খলার স্বার্থে তারা সাময়িকভাবে নিয়োগের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি, প্রফেসর আআমস আরেফীন সিদ্দিক বলেছেন, সরকারের ইউনিভার্সিটির স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ করার কথা নয়। যেহেতু ইউনিভার্সিটি প্রশাসন স্বাধীনতার সুযোগে যথেচ্ছাচার

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সার্কুলারে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ছয়টি বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখন থেকে সিন্ডিকেটের অনুমোদনেই শুধু জনবল নিয়োগ দেয়া যাবে, বিজ্ঞাপিত পদের অতিরিক্ত নিয়োগ দেয়া যাবে না, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ছাড়া শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী পদে ভিসি অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দিতে পারবেন না, সিন্ডিকেট নতুন পদ সৃষ্টি করতে পারবে না, এমনকি নতুন অর্গানোগ্রাম তৈরি করেও নিয়োগ দেয়া যাবে না। অনুমোদিত পদের বাইরে অতিরিক্ত নিয়োগকৃতদের জন্য ইউজিসি বরাদ্দ দেবে না। তবে কোথাও শিক্ষক-কর্মকর্তার অভাবে শিক্ষা কিংবা প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে ইউজিসির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে নিয়োগ দেয়া যাবে।

জানা গেছে, বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে প্রায় সহস্রাধিক অপ্রয়োজনীয় শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অতিরিক্ত নিয়োগ নিয়ে এর কয়েকটিতে ভিসির বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ পেয়েছে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি। ইউজিসির অভিযোগ, জনবল কাঠামোর বাইরে মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ১৯০ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি দেয়া হয়েছে অপ্রয়োজনীয় দুইশ' জনকে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ও পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ আরো কয়েকটিতে গত সাড়ে চার বছরে বিজ্ঞাপিত পদের অতিরিক্ত শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, নিয়োগ নিয়ে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ভিসিদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল হওয়ায় সরকার উদ্বিগ্ন। এ কারণে বাকি সময়ে যাতে আর কোনো বিশৃঙ্খলা না হয় সেজন্য সাময়িকভাবে এ বিধিনিষেধ